সংবাদ

তারিখ : 15 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা চূড়ান্ত

নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো যাবে না

অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন পড়ানো যাবে

কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নেয়া যাবে না

ফি নিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে তারা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য স্কুল-কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানের দিনে সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। কোন কোচিং সেন্টারের নামে বাসাভাড়া নিয়েও কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না। এছাড়া যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ক্লাস সময়ের আগে বা পরে নির্ধারিত ফি নিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবে। পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারি শিক্ষা পরিচালিত অন্য কোচিং সেন্টারগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শিক্ষা আইন ও অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পরিষদ ভেঙে দেয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করা হবে বলেও নীতিমালায় বলা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এই নীতিমালা বহির্ভূত কার্যক্রমে যুক্ত থাকা প্রমাণিত হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পেশাগত অসদাচরণের দায়ে সরকারের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী শাস্তি পাবেন।

প্রাইভেট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

প্রাইভেট : পড়ানো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের এমপিও বাতিলসহ নানা শাস্তির আওতায় আসবে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো খুব উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। অভিভাবকদের খোঁজ নিতে হবে শিক্ষক, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন করছে কি না। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের নৈতিকতা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হবে বলেও মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, নীতিমালা বাস্তবায়নে গেলে তখন এর ফাঁকফোকরগুলো ধরা পড়বে। প্রয়োজনে ভুলগুলো শুধরে নেয়া যাবে।

স্কুলকেন্দ্রিক নয়, এমন কোচিং সেন্টার বন্ধে কি উদ্যোগ নেয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সরকারি শিক্ষকরা এখন কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত হতে পারবেন না। তবে এসব কোচিং সেন্টার বন্ধে আলাদাভাবে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে এদের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল এ বিষয়ে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শীর্ষক এক নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। শীঘ্রই এটি জারি করা হবে। এই নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি-বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), মাদ্রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝাবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক ও ইকবাল খান চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী কোচিং নীতিমালার বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শীর্ষক নীতিমালা চূড়ান্তকরণ সভায় বলা হয়েছে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা দিন দিন বিশাল বাণিজ্যে পরিণত হচ্ছে। আজকাল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে। পরিবারের আর্থিক ব্যয় নির্বাহে তারা হিমশিম খাচ্ছে। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা তদারকি করতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। তদারকি কমিটি গঠনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা বোর্ডকে সম্পৃক্ত করা হবে। মনিটরিং কমিটি ৩ মাস পরপর প্রতিবেদন দেবে। প্রসঙ্গত, শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাউশির মহাপরিচালককে সভাপতি করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির প্রণীত খসড়া নীতিমালা গতকাল আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন করাতে পারবে না। তবে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে ছাত্রছাত্রীদের নাম, রোল নম্বর ও ঠিকানা জমা দিয়ে নিজ বাসায় দিনে সর্বোচ্চ ১০ জনকে পড়াতে পারবে। কোচিং সেন্টারে আসার জন্য কোন শিক্ষক প্রচারণা চালানো বা উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না কিংবা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না।

এতে আরও বলা হয়েছে, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ক্লাস সময়ের পূর্বে বা পরে শুধু অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের আয়োজন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে শিক্ষার্থী প্রতি মাসিক মেট্রোপলিটন শহরে ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা ও উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে রশিদের মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা যাবে। এ নীতিমালার আওতায় সংগৃহীত ফি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০ ভাগ অর্থ রেখে বাকি টাকা নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। এ খাতের অর্থ কোনক্রমেই অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।

কোচিং বাণিজ্যের সংজ্ঞা : জাতীয় দৈনিক বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোন প্রচারণার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বুঝাবে।

কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, কোচিং ব্যবসা এখন একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশে সব স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার মান সমান নয়। ভালো রেজাল্টের আশায় অনেকেই ছুটে চলেন কোচিংয়ের দিকে। কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনির সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা জড়িত। ক্রমান্বয়ে এটি বাড়তে বাড়তে আজ বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ ব্যাধিকে হঠাৎ করে বন্ধ করা যাবে না। অনেক শিক্ষকই ভালো ভালো স্কুল-কলেজের শিক্ষক নামের ট্রেড মার্ক লাগিয়ে এ অনৈতিক ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠছেন। স্কুল-কলেজে ভালো পড়াশোনাই কোচিং প্রতিরোধের মূল পদ্ধতি উল্লেখ করে তিনি এসব কোচিংয়ের প্রতি না ঝুঁকে অভিভাবকদের স্কুল-কলেজের শিক্ষক, পরিচালনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে যথাযথ পড়াশোনা আদায় করে নেয়ার প্রতি নজর দেয়ার অনুরোধ জানান।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, কোচিং বাণিজ্যের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমেছে এসেছে। স্কুলগুলো প্রাইভেট ও কোচিংয়ের কাছে চলে গেছে। কোচিংয়ের নামে চলছে লুণ্ঠন আর শোষণ। কোচিং বাণিজ্য কেন্দ্রিকভাবে গড়ে উঠেছে। এ নীতিমালার মাধ্যমে স্কুলগুলো নিজের স্থানে নেয়ার একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। কোচিং সেন্টারে একমাত্র লেনদেন ও বাণিজ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।